মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সৌজন্য সাক্ষাতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খান এর বক্তব্য। তারিখ ঃ ০৭ মার্চ, ২০১৩ ইং

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম,

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী, জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত;
- উপস্থিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ;
- উপস্থিত আমার চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ;

আসসালামু আলাইকুম,

মাননীয় মন্ত্রী,

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় দানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের নীতিমালার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে দেশের সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আমরা সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। সরকারের রাজস্ব আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে বেসরকারি খাত। তাই বেসরকারি খাতের জন্য একটি এনাবলিং পরিবেশ তৈরী করা খুবই জরুরী; যাতে বেসরকারি খাতের উপর যে গুরুদ্বায়িত্ব রয়েছে তা সঠিকভাবে প্রতিপালন করে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকা সম্ভব হয়।

আপনার গতিশীল নেতৃত্বে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এ যাবৎকালের মধ্যে আশানুরুপ ও সন্তোষজনক অবস্থানে পৌছেছে, রেমিটেন্সের প্রবাহও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও আপনার যোগ্য দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে দেশের আর্থিক খাতের অটোমেশনের এক যুগপোযুগী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় তথ্য ও প্রযুক্তি নীতিমালার আলোকে দেশে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপনের জন্য ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা আশা করি এ সুইচ চালুর ফলে দেশের আর্থিক খাতে শৃংঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় মন্ত্রী,

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে শিল্প উৎপাদন বাড়িয়ে জিডিপিতে এর অবদান বর্তমানের ২৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি ডাবল ডিজিটে উন্নীতকরণ প্রয়োজন। বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সাফল্য বিভিন্ন দেশী এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। তবে দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন সম্ভব হলেও কতিপয় ক্ষেত্রে ঋণাত্মক গতি লক্ষ্য করার মত। ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ এর পরিমান বর্তমানে রেকর্ড ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এবং রেমিটেন্স প্রবাহের পরিমান জুন, ২০১২-তে ১২.৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক ২৮ শতাংশ এবং কাঁচামাল আমদানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক ১২ শতাংশ এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০১১-১২ অর্থবছরে এক অংকের কোঠায় (৫.৯ শতাংশ) নেমে আসার পাশাপাশি বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ কমে যাওয়া অর্থনীতির জন্য আশংকার কারণ। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০১০-১১ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপির ১৯.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৯.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং সরকারি খাতে বিনিয়োগ একই সময়ে ৫.৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের হার হ্রাস পাচ্ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব সরকারের রাজস্ব আদায়েও পড়তে শুরু করেছে। তথাপি বর্তমানে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, বৈশ্বিক তীব্র প্রতিযোগিতা এবং নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি একটি স্থিতিশীল অবস্থানে পৌছাতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের সামনে আরও বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক তুলে ধরছি।

- বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মায়ানমার এই চারটি দেশের সমন্বয়ে গঠিত বিসিআইএম (BCIM) আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরামে ভৌগলিকভাবে মধ্যস্থানে অবস্থান করার কারণে বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজিক্যালি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এ অঞ্চলে বাস করার কারনে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিসিআইএম ভুক্ত ২.৭ বিলিয়ন জনবহুল বাজারে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরী হয়েছে। এই সুবিধাজনক অবস্থাকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্যকে আরো সমৃদ্ধ করা যায় সে ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী খাতের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

- বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির ধারাবাহিক সাফল্যের প্ররিপ্রেক্ষিতে গত বছর ঢাকা চেম্বার কর্তৃক "পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে H&M, Youngone, Odesk, Trellis, Elance, GPIT ইত্যাদির মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইটি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা চেম্বার ও বেসিস এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে আইটি ও আইটি আউটসোর্সিং এ

বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে আলোচানার জন্য ইইউ থেকে বেশ কিছু বিনিয়োগকারীর গত ৬ ই মার্চ, ২০১৩ ইং তারিখে বাংলাদেশে আসার কথা ছিল। এ সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইটি ও আইটি আউটসোর্সিং খাতে বিদেশী বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আমি অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে জানাচ্ছি যে, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক হানাহানির কারণে বিশ্বের এসব বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে তাদের এ সফর স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে। এসব বিনিয়োগকারী তাদের হাতে অর্থ না রেখে অন্যত্র বিনিয়োগে ধাবিত হতে পারে।

- গার্মেন্টস শিল্পের বিপুল সাফল্যের মাধ্যমে সারা বিশ্বে তৈরী পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে এবং প্রথম স্থানে যাওয়ার পথে রয়েছে। এ সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে আরো নতুন নতুন বাজার যেমন- রাশিয়া, জাপান, ব্রাজিল, বেলারুশ প্রভৃতি দেশে আমাদের তৈরী পোশাক ব্যাপকভাবে রপ্তানি করা যায়, সে ব্যাপারে কাজ করা হচ্ছে। **এনআরবিগণ বর্তমানে শুধুমাত্র তাদের পারিবারিক প্রয়োজনে দেশে অর্থ প্রেরণ করে থাকেন। কিন্তু সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করছি যে, অনেক এনআরবি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ঢাকা চেম্বার এনআরবিদের দেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ইতবাচক দিক তুলে ধরে একটি "এনআরবি ফোরাম" গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে।**

- অনেক ব্যবসায়ী হতাশার কারণে দেশে তাদের ব্যবসায় বন্ধ করে অন্য দেশে পাড়ি জমিয়েছে, এতে কর্মসংস্থানের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বে বাংলাদেশের নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে নেতিবাচক নজির রয়েছে। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ রিসার্চ এসোসিয়েশন (জিইআরএ) এর তথ্যানুসারে বাংলাদেশে তরুন উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে তাদের ৭২ শতাংশ মনে করে তারা ব্যর্থ হবে। উপরন্তু, উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের দিকে মানুষের আস্থা না থাকায় পর্যাপ্ত অর্থ থাকা সত্ত্বেও অনেকটা হতাশাগ্রস্থ হয়ে বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল খাত, যেমনঃ জমি ক্রয়, রিয়েল এস্টেট ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করছে। ফলে আমাদের দেশের ভূমির মূল্য বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা মনে করি উৎপাদনশীলখাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমেই ঘরে ঘরে চাকুরী প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

- **আপনি জেনে খুশি হবেন যে, ঢাকা চেম্বার ২,০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং এ লক্ষ্যে আগামী অক্টোবর, ২০১৩ তে নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য একটি সম্মেলন আয়োজন করা হবে। ঢাকা চেম্বারের এ উদ্যোগ বর্তমান সরকারের নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এবিষয়ে আপনার প্রাজ্ঞ দিক্ নির্দেশনা প্রত্যাশা করছি।**

- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্থায়ন সব চেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। বিশ্ব ব্যাপী এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে সহজ এবং কার্যকরী একটি ব্যবস্থা হচ্ছে Venture Capital। পার্শ্ববর্তী দেশ যেমন মিয়ানমার, শ্রীলংকা, ভারত ও পাকিস্তানে Venture Capital প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন নতুন সফল উদ্যোক্তা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে যা বাংলাদেশে অদ্যবধি অনুপস্থিত। **বাংলাদেশে Venture Capital কোম্পানি গড়ে উঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য বিকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Venture Capital কোম্পানি কাজ শুরু করেছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় নীতিমালার অভাবে এর বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না।** ঢাকা চেম্বার এবং Business Initiative Leading Development (BUILD) বাংলাদেশে Venture Capital ব্যবসা বিকাশের জন্য একটি গাইড লাইন এবং নীতিমালা তৈরীর জন্য গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। Venture Capital নীতিমালা তৈরীর জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বেসরকারি খাতের পক্ষ হতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

- ঢাকা চেম্বার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৬৪টি চেম্বার ও এসোসিয়েশনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছিল। এ সকল স্মারক কার্যকর করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা চেম্বারে জাপানে অবস্থিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও বাংলাদেশে অবস্থিত জাপানের রাষ্ট্রদূত এবং শ্রীলংকায় অবস্থিত বাংলাদেশের হাই কমিশনার ও বাংলাদেশে অবস্থিত শ্রীলংকার হাই কমিশনারের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। এসব আলোচনায় ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে **"নতুন বাংলাদেশ"** গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়কে সামনে নিয়ে ঢাকা চেম্বারে **"ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক"** নামে ব্যবসায় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে একটি ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এই হেল্প ডেস্ক এর মাধ্যমে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়,

ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মূলতঃ দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল না হলে বৈদেশিক বিনিয়োগ আসবে না, দেশীয় বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরী হবে না। অতি সম্প্রতি সারা দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতায় ব্যবসায়ী মহল চরম বিভ্রান্তি ও বিব্রত অবস্থায় রয়েছে। গত কিছু দিন যাবৎ হরতাল এবং রাজপথে রাজনৈতিক কর্মসূচির কারনে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় পবিত্র স্থান এবং যাত্রী ও পণ্যবাহী পরিবহনে অগ্নি সংযোগ ও ভাংচুর এর মত ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশ গভীর সংকটের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ ধরনের সহিংস এবং সাংঘর্ষিক রাজনীতি ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেশের উন্নয়নকে ব্যাপক হুমকির মুখে ঠেলে দিবে বলে ঢাকা চেম্বার মনে করে।

যে মূহুর্তে ব্যবসায়ী সমাজ বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা এবং সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং বিদেশী বিনিয়োগকারী ও এনআরবিগণ বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রস্তুতি নিচ্ছে, সে মূহুর্তে রাজনৈতিক দল কর্তৃক সৃষ্ট বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটের কারণে এ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। এ ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতা চলমান থাকলে দেশ দ্রুত চরম সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পথে এগিয়ে যাবে। আমরা আশা করি ব্যবসায়ী সমাজের উপলব্ধিসমূহ বিবেচনা করে বর্তমান সরকার একটি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে। হরতালের মত কর্মসূচীর কারনে যাতে আমাদের রপ্তানী ব্যহত না হয় সে জন্য যে কোন মূল্যে একে রক্ষা করতে হবে। আভ্যন্তরিন Supply-Chain নিরবচ্ছিন্ন রাখতে আমাদের রেলপথ ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। বিদেশে বাজার রক্ষায় যে কোন মূল্যে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ইতিবাচক রাখতে হবে।

চলমান রাজনৈতিক সহিংসতায় এবার নতুন মাত্রা হিসেবে ব্যাংক, বীমা, এটিএম বুথসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক শো-রুম এমনকি চেম্বার ভবন পর্যন্ত অগ্নি সংযোগ ও ভাংচুরের শিকার হয়েছে। এটা এখনই বন্ধ করতে না পারলে রাজনৈতিক সহিংসতার হাতিয়ার হিসেবে এধারা অব্যাহত থাকবে। এটা বেসরকারি খাত এবং অর্থনীতির জন্য অশনি সংকেত।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়,

আমি এখন ব্যবসা-বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে কতিপয় বিষয় আপনার সদয় বিবেচনার জন্য তুলে ধরছি ঃ

১। **ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ হার ঃ**

বেসরকারী ব্যাংকগুলো নিজেদের ইচ্ছা মত সুদের হার নির্ধারন করছে। ব্যাংক সুদের হার এক অংকের কোঠায় নামিয়ে আনার জন্য বেসরকারি খাতের পক্ষ হতে বার বার বলা হলেও তেমন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। **সরকার প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ জনগণের কাছ থেকে কর হিসেবে আদায় করে। সরকারের এ রাজস্ব আয় এবং সরকারি সঞ্চয়সমূহ কম সুদ হারে ব্যাংকগুলোতে জমা রাখলে, ব্যাংকগুলো তা আবার ব্যবসায়ী এবং গ্রাহকদের কম সুদ হারে ঋণ প্রদানে সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। এতে ব্যাংক সুদের হার এক অংকের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।**

২। **ট্যাক্স নেট বৃদ্ধি করে কর হার হ্রাসকরণ**

১৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যার এ দেশে মাত্র ১.৪ মিলিয়ন লোক আয়কর প্রদান করছে, এটা সত্যিই হতাশাজনক। তাই আমরা **কর হার বৃদ্ধি না করে ট্যাক্স নেট বৃদ্ধি করে কর প্রদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করছি, কারণ কর হার বৃদ্ধি করতে করতে এক পর্যায়ে আর বাড়ানো সম্ভব হবে না। তাই ট্যাক্স নেট বৃদ্ধি করা ছাড়া রাজস্ব আয় বৃদ্ধির আর কোন বিকল্প নেই।**

৩। **ঢাকা কাস্টমস হাউজ অটোমেশন**

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পের (পিপিপি) ধারণার আলোকে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং নানা প্রতিকুলতা কাটিয়ে গত ১লা জুন, ২০১১ থেকে শুল্কায়ন গ্রুপ-১ ও ২ এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে অটোমেশনের আওতায় শুল্কায়ন গ্রুপ ১ থেকে ৪ পর্যন্ত বাণিজ্যিক কার্যক্রম চলছে। সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপ-৫ এখনও অটোমেশনের আওতায় আনয়ন সম্ভব হচ্ছে না। এখানে উল্লেখ্য যে, ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন প্রকল্পটি আইএফসি এর কারিগরী সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে আইএফসি এ প্রকল্পের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের ব্যাপারে ঢাকা চেম্বারকে জোরালো পরামর্শ দিচ্ছে। **ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন প্রকল্পটি যেহেতু পিপিপি'র আলোকে গৃহীত প্রথম পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, তাই এর পরিপূর্ণ ও ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা কিম্বা দীর্ঘসূত্রীতা হলে পিপিপি প্রকল্প সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি ভুল বার্তা দিবে। ঢাকা কাস্টমস হাউস এর পরিপূর্ণ অটোমেশনের জন্য ইতোমধ্যে সিস্টেমটি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত আছে। কাজেই শুল্কায়নের সকল গ্রুপকে অটোমেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে অতি সত্ত্বর বাকী গ্রুপ-৫ কেও অটোমেশন এর আওতায় আনয়নের জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করছি। এ ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত পদক্ষেপ কামনা করছি।**

৪। **Local L/C এর উপর থেকে কর প্রত্যাহার**

জ্বালানী ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি এবং উচ্চ সুদ হারের কারণে এমনিতেই ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ব্যাংক সুদের হার গড়ে ১৮ শতাংশের উপর। তার উপর **গত বাজেটে স্থানীয় ঋণপত্র (Local L/C) এর উপর পণ্য সরবরাহ বা চুক্তি সম্পাদনের জন্য ঠিকাদার ও সরবরাহকারীর ন্যায় করারোপ করা হয়েছে। স্থানীয় ঋণপত্র খোলার উপর এ ধরনের করারোপ করার ফলে ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া এখানে উল্লেখ্য যে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে ব্যবসায়ীক কাজে টাকা লেনদেন করলে এ ধরনের কর কর্তনের সুযোগ**

নেই। **কাজেই Local L/C এর উপর করারোপের মাধ্যমে ব্যাংকিং চ্যানেলের লেনদেনকেও নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।** স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানিকৃত পণ্যের সাথে অসমপ্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই বেসরকারী খাতের পক্ষ থেকে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে এ ধরনের অযৌক্তিক কর প্রত্যাহার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

৫। তালিকাভুক্ত কোম্পানির সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি

বাংলাদেশে ৫০০ এর অধিক লিষ্টেড কোম্পানি রয়েছে, যেখানে কয়েক লক্ষ লোকের বিনিয়োগ রয়েছে। এসব কোম্পানির উপর আরোপিত কর্পোরেট ট্যাক্সের পরিমাণ ২৭.৫ শতাংশ এবং প্রদত্ত ডিভিডেন্ট এর উপরও কর রয়েছে। এসব লিষ্টেড কোম্পানিগুলোর কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে কর ফাঁকির কোন সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানির লাভ হলেও বছরের পর বছর ক্ষতি দেখিয়ে বিপুল অংকের কর ফাঁকি দিয়ে আসছে। কাজেই লিষ্টেড কোম্পানির উপর আরোপিত কর্পোরেট কর ২৭.৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১৫ শতাংশে নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানিকে তালিকাভুক্তির জন্য উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

৬। ন্যাশনাল আইডি কার্ড

আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের ভোটার আইডি কার্ড রয়েছে। কিন্তু এর ব্যবহার খুবই সীমিত। এই ভোটার আইডি কার্ডকে ন্যাশনাল আইডি কার্ডে রূপান্তর করে Digitally Available করা প্রয়োজন। **ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার সবচেয়ে সহজ পদক্ষেপ হলো দেশের সকল নাগরিককে Central Data Base এর আওতায় আনয়ন।** এ ডেটাবেজের মাধ্যমে যে কোন নাগরিকের কর সংক্রান্ত বিষয়ে সঠিক তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে দ্রুত, স্বচ্ছ ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং রাষ্ট্রীয় সকল কার্যক্রমও স্বচ্ছ ও সুন্দর হবে।

৭। চেম্বার ও ট্রেড বডির উপর কর প্রত্যাহার

ইতোপূর্বে চেম্বার এবং ট্রেড বডিগুলো করমুক্তভাবে তাঁদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে দেশের অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলছিল। কিন্তু বর্তমানে চেম্বার এবং ট্রেড বডিসমূহের সুদ বা মুনাফা আয়, গৃহ সম্পত্তি হতে আয় এবং ব্যবসা আয় এর উপর কর আরোপ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, চেম্বারের সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত চাঁদা দ্বারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতার খরচ মিটিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়না। এজন্য প্রয়োজন পড়ে গৃহসম্পত্তির ভাড়া ও আমানতের সুদের। ঢাকা চেম্বার সম্পূর্ণরূপেই একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে ও জাতীয় স্বার্থে সেবার ব্রতই এর লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে সম্পাদিত কার্যাদির ব্যয় এবং চেম্বারের অফিস ও প্রশাসনিক খরচ নির্বাহ করার পর যে ব্যয় অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত থাকে তা সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ হিসেবে বন্টন করা হয় না। এ আয়ের সম্পূর্ণ অংশই চেম্বারের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং চেম্বারের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর কাজে ব্যয় করা হয়। এ ধরনের করারোপের ফলে বেসরকারি খাত কর্তৃক গৃহীত জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাই চেম্বারের সকল আয়কে পূর্বের ন্যায় কর মুক্ত ঘোষণা করার জন্য সুপারিশ করছি।

৮। সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রদানকারী এবং সর্বোচ্চ উৎসে কর কর্তণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বীকৃতি প্রদানঃ

সর্বোচ্চ ট্যাক্স প্রদানকারীকে, সর্বোচ্চ রপ্তানীকারককে এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। তদ্রুপ ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স পাঠানোকে উৎসাহিতকরনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরণকারীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে সার্টিফিকেট প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানীর মধ্যে যেসব কোম্পানী তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ পরিমান উৎসে কর কর্তণ করে সরকারি কোষাগারে জমাদান করে সে সকল কোম্পানীকেও সর্বোচ্চ কর প্রদানকারীর ন্যায় স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন। এতে যে সব কোম্পানী উৎসে কর কর্তন করে না তারাও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আয় হতে উৎসে কর কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানে উৎসাহিত হবে।

ঢাকা চেম্বারের নব নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ-কে সময় দিয়ে আজকের এ ফলপ্রসূ সভা অনুষ্ঠানের জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং বরাবরের মত ঢাকা চেম্বারের সহযোগিতার ব্যাপারে আশ্বস্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ

মোঃ সবুর খান
সভাপতি, ডিসিসিআই
তারিখ ঃ ০৭ মার্চ, ২০১৩।